গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার,
রমনা, ঢাকা-১০০০।
www.ntrca.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.১৪.০০১.২০.৭৯৬

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৯
২৯ আগস্ট ২০২২

বিষয়: **কারণ দর্শানো প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে তাকে জানানো যাচ্ছে যে, সমগ্র শিক্ষা জীবনে একাধিক ৩য় শ্রেণি/বিভাগ থাকায় কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি ভুল তথ্য প্রদান/তথ্য গোপন করে সহকারী শিক্ষক, শরীর চর্চা পদে আবেদন করে ১০ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৪ এ অংশগ্রহণ করেন এবং শিক্ষক নিবন্ধন সনদ অর্জন করেন মর্মে অভিযোগের বিষয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা প্রামাণিত হয়েছে।

০২। বর্ণিত অবস্থায়, "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত)" এর বিধি ১২(২) অনুযায়ী তার শিক্ষক নিবন্ধন সনদ কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ এ পত্র প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০৩ (তিন) পাতা।

২৯-৮-২০২২
ফিরোজ আহমেদ
সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১)
ফোন: ০২-৫৫১৩৮৫০৮
ইমেইল: ad_exam1@ntrca.gov.bd

জনাব মোঃ ছমির উদ্দীন
পিতা: খোদা বকস, গ্রাম: নাটিমা, ডাকঘর: নাটিমা বাজার,
উপজেলা: মহেশপুর, জেলা: ঝিনাইদহ।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০৫.০০০০.০১০.১৪.০০১.২০.৭৯৬/১(৭)

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪২৯
২৯ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
২) সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ/পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন/শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান), এনটিআরসিএ, ঢাকা।
৩) প্রধান শিক্ষক, মোহাজেরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
৪) সহকারী প্রোগ্রামার, এনটিআরসিএ, ঢাকা (পত্রটি এনটিআরসিএ'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
৫) পিএ টু চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২৯-৮-২০২২
ফিরোজ আহমেদ
সহকারী পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন-১)

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ১৯, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ জুলাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দ/২ শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১১.০০২.১০-৭৪১—এস, আর, ও নং ১৮৯-আইন/২০০৬ বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২১-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বেসরকারি শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ এর নিম্নরূপ সংশোধন করলেন ঃ

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

১. বিধি ১-এর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-এ উল্লিখিত "বেসরকারি শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬" শব্দগুলির পরিবর্তে "বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২. এই বিধিমালার শিরোনাম ইত্যাদিসহ সর্বত্র—

(ক) "বেসরকারী" শব্দটি "বেসরকারি" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "সরকারী" শব্দটি "সরকারি" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) "আপাততঃ" শব্দটি "আপাতত" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) "মৌলভী" শব্দটি "মৌলবি" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) "শর্তাবলী" শব্দটি "শর্তাবলি" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) "অন্ততঃ" শব্দটি "অন্তত" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

২৯. বিধি ৯-এর (১) উপ-বিধিটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"উত্তরদানের সাধারণ ভাষা হইবে বাংলা, তবে বিষয়-ভিত্তিক প্রয়োজনে কোন প্রার্থীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবে।"

৩০. বিধি ৯-এর (১) উপ-বিধির পর নিম্নরূপ "(১)(ক)" উপ-বিধি সংযোজিত হইবে ঃ

"(১)(ক) প্রতিবন্ধী কোন প্রার্থী নিজে লিখিতে অপারগ হইলে তাহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্যমতে তাহাকে ক্রাইব (Scribe) এর সহযোগিতায় পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিতে পারিবে।"

৩১. বিধি ৯-এর (৩) উপ-বিধির ২য় লাইনের, "এবং এই ফলাফল বাংলাদেশ গেজেটেও প্রকাশ করিতে হইবে।" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে এবং "প্রকাশিত ফলাফল এনটিআরসিএ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৩২. বিধি ৯-এর (৫) উপবিধির ১ম লাইনে "সর্বোচ্চ দুই (২) বৎসর" শব্দগুলি "অনূর্ধ ৬(ছয়) মাস" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩. বিধি ১০-এর (২) উপ-বিধিটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র প্রদানের জন্য প্রার্থীকে কোন ফি প্রদান করিতে হইবে না।"

৩৪. বিধি ১০-এর (৩) উপ-বিধিতে "চেয়ারম্যান ও সচিব" বাক্যাংশে 'সচিব' শব্দটির পরিবর্তে "সদস্য (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন)" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৫. বিধি ১০-এর (৩) উপ-বিধির পর নিম্নোক্ত (৪) উপ-বিধিটি সংযোজিত হইবে ঃ

"(৪) কোন প্রার্থীর প্রত্যয়নপত্র হারাইয়া/পুড়িয়া গেলে বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ থানায় আবেদনকারীর দায়েরকৃত জেনারেল ডায়েরি (জিডি')-র কপি ও ছবিসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফি'র বিনিময়ে প্রার্থীর অনুকূলে ডুপ্লিকেট প্রত্যয়নপত্র সরবরাহ করিতে পারিবে।"

৩৬. বিধি ১২-এর (১) উপ-বিধিটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"১২। **মিথ্যা তথ্য প্রদান ইত্যাদির দণ্ড**।—(১) যদি কোন প্রার্থী তাহার আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন কিংবা কোন তথ্য গোপন করেন কিংবা তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা বা জাতীয়তা সনদ বা বয়স সম্পর্কিত সনদ বা অন্য কোন কাগজপত্র বা সনদের জাল কপি দাখিল করেন, তাহা হইলে তাহার পরীক্ষা বাতিল করা হইবে এবং পরবর্তী কোন পরীক্ষায়ও তাহাকে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না, অধিকন্তু তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাইবে।"

৩৭. বিধি ১২-এর (২) উপ-বিধিটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

"(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের পর কোন প্রার্থী সম্পর্কে উপ-বিধি (১) এর অধীন ভিন্নরূপ কোন তথ্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে যথাযথ তদন্তসাপেক্ষে তাহার নিবন্ধন বাতিল করিয়া প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহার করা হইবে এবং তিনি কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাইয়া থাকিলে উক্ত নিয়োগ বাতিল হইয়া যাইবে, নিয়োগলাভের কারণে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাদি ফেরতযোগ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাইবে। কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের নামে জাল প্রত্যয়নপত্র সৃষ্টি করিলে এবং উহা ব্যবহার করিয়া কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহার বিরুদ্ধেও একইরূপ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"

৩৮. বিধিমালার প্রথম তফসিল নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

প্রথম তফসিল
(বিধি-৫ ও ১০ দ্রষ্টব্য)
[বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬]

ক্রমিক নং	বিষয়	ফিসের হার (টাকায়)
১.	পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও অন্যান্য বাবদ মোট ফি-র পরিমাণ*	৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা)

"*১. তবে কর্তৃপক্ষ সময় সময় সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে ফিস-এর হার যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

২. ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে ফিস-এর এই হার প্রযোজ্য হইবে না।"

৩৯. দ্বিতীয় তফসিল নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে ঃ

দ্বিতীয় তফসিল
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)
[বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬]

(ক) কলেজ, আইন মহাবিদ্যালয়, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা ঃ		
ক্রমিক নং	পদের নাম	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা
১।	প্রভাষক (বিষয়-ভিত্তিক) তৃতীয় তফসিলের '(খ) দ্বিতীয় অংশ-ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ'	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স ডিগ্রিসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি; অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ২য় শ্রেণীর অনার্স ডিগ্রি অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (অন্যান্য স্তরে সমগ্র শিক্ষা জীবনে ১টি ৩য় বিভাগ/শ্রেণী/ সমমানের জিপিএ গ্রহণযোগ্য হইবে)।